বিএনপির তর্জন গর্জনই শোনা যায়, বর্ষণ দেখা যায় না: ওবায়দুল কাদের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিএনপির আন্দোলনের হাঁক ডাক আর তর্জন গর্জনই শুধু শোনা যায় কিন্তু বর্ষণ দেখা যায় না, যাবেও না। তিনি আজ সকালে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি- বিআরটিএ আয়োজিত বিশেষ সেবা সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একথা বলেন। ওবায়দুল কাদের তার সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যুক্ত হন।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে সরকার হটানোর ঘোষণা প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপি নেতারা কর্মসূচি আর আন্দোলনের ঘোষণা দিয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে থাকে। তাদের হাঁক ডাক অনেক শুনেছে জনগণ।

তিনি বলেন, তারা আন্দোলন করে দলীয় অফিসের সামনে নিজ দলের নেতাকর্মীদের মাথা ফাটিয়ে। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, সরকারের বিরুদ্ধে বিএনপি প্রতি বছর ঈদের পরে আন্দোলন শুরুর ঘোষণা দেয় কিন্তু জনগণ কত ঈদ যে পার করলো, আন্দোলন আর দেখে না,রাজপথ শূন্যই থাকে।

তিনি বলেন বিএনপির আন্দোলনের দ্বার রুদ্ধ করে তারা প্রেস ব্রিফিং এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিএনপির আন্দোলন পারস্পরিক অবিশ্বাস, কলহ, মিথ্যাচার আর নেতিবাচক রাজনীতির চক্রে আবদ্ধ, তাদের আন্দোলনের ডাক এখন মিথ্যাবাদী রাখালের গল্পের মতো বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের।

আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সরকারকে সরাতে না পারলে স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে না, বিএনপি মহাসচিবের এমন কথা শুনলে জনগণ এখন হাসে, তারা কাদের নিয়ে আন্দোলন করবে? এদেশের স্বাধীনতা এসেছে আওয়ামী লীগের হাত ধরে, দেশের প্রতিটি অর্জনের সাথে মিশে আছে আওয়ামী লীগ।

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, সরকার সেবা সহজিকরণে এবং গ্রাহকদের সুবিধার্থে দেশের যে কোন সার্কেল অফিস হতে যানবাহনের ফিটনেস সনদ গ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তিনি

বলেন, বিআরটিএকে সত্যিকার অর্থে সেবামূখি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব মো. নজরুল ইসলাম, বিআরটিএর চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ মজুমদারসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

জীবননগরে সম্ভাব্য প্রার্থীরা ছুটছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে

নির্বাচনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে জীবননগর পৌর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে। চায়ের দোকান কিংবা হাট বাজারে সব স্থানেই নির্বাচন নিয়ে চলছে আলোচনার ঝড়। আর মাত্র কয়েক মাস পরেই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জীবননগর পৌর সভার নির্বাচন আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামীলীগের তিন জন এবং বিএনপির একজন সম্ভব্য মেয়র প্রার্থীরা ভোটারদের বাড়িতে যেয়ে ঘরোয়া পরিবেশের মাধ্যমে নির্বাচনী বিভিন্ন প্রচার প্রচারনা চালিয়ে যাচ্ছেন ।

এখন দেখার পালা কে হচ্ছেন আগামি দিনে জীবননগর পৌর পিতা বর্তমান মেয়র হিসাবে যিনি আছেন তিনি নাকি নতুনদের মধ্যে কেউ ? তবে সাধারন ভোটারদের অভিযোগ ভোট নেওয়ার সময় প্রার্থীরা পৌর সভায় উন্নয়ন মুলক কাজের আশ্বাস দিলেও নির্বাচনের পর আর কেউ সে কথা মনে রাখে না এ জন্য এবার নির্বাচনে ভোট দেওয়ার বিষয়টি সবাই গুরুত্ব সহকারে এবং প্রাথী দেখের্ ভেবে চিন্তে দেওয়ার কথা ভাবছেন।

এদিকে সম্ভব্য প্রার্থীরা বলছেন পৌর নির্বাচনে জয়লাভ করলে পৌর মেয়র নয় পৌরবাসীর সেবক হিসাবে কাজ করবো,অসাপ্ত কাজগুলো সমাপ্ত করা হবে,সাধারন মানুষের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দেওয়াসহ নানা ধরনের উনয়ন্নমুলক কাজ করার আশ্বাস প্রদান করছেন ।

জীবননগর পৌর সভার নির্বাচনে সম্ভব্য প্রার্থীরা হলেন জীবননগর

হিসাবে কাজ করতে চাই ।

জীবননগর পৌর যুবদলের আহবায়ক ও বিএনপির সম্ভব্য দলীয় মনোনয়ন প্রার্থী এবং বর্তমান ৮নং ওর্য়াড কাউন্সিলার হযরত আলী বলেন,আমি দুই বার পৌর কাউন্সিলার হিসাবে নির্বাচিত হয়েছি। এবার আমি জীবননগর পৌর সভার মেয়র হিসাবে নির্বাচন করতে চাই ইতোমধ্যেই আমি পৌরসভার ৯টি ওয়াডেই নির্বাচনী আলোচনা করছি তাতে ভোটারদের অনেক সাড়া পেয়েছি। আমি নির্বাচনে নির্বাচিত হলে পৌরবাসীকে সঠিক ভাবে পৌর সেবা নিশ্চিত করবো ।

পৌর সভার মধ্যে যে সমস্থ সমস্যা আছে সেগুলো সমাধান করা হবে । পৌর সভায় যে সমস্থ অসাপ্ত কাজ আছে সেগুলো সমাপ্ত করা হবে । এদিকে নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে ভোটারদের কদরটাও বেড়ে চলেছে ।

মেহেরপুরে আওয়ামী মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মলীগের ১৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

বাংলাদেশ আওয়ামী মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মলীগের ১৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে আলোচনা সভা ও কেক কাটা হয়।

শুক্রবার রাত ৯ টায় মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মলীগের সহ সভাপতি তরুণ আহমেদ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল।

বিশেষ অতিথি ছিলেন বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাবেক ছাত্রনেতা আমিনুল ইসলাম খোকন।

জেলা আওয়ামী মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মলীগের সাধারন সম্পাদক তারিকুল ইসলাম রাজিরের সঞ্চালনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন জয়বাংলা মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মিঠুন, জেলা মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক সোহেল রানা রাজু আহমেদ লিটিল মাহবুব জামান সোহাগ, সদস্য সবুজ আহমেদ, সদর উপজেলা আহবায়ক সুজাউদ্দিন সুজন, যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরুল ইসলাম মনি,আব্দুর রহিম, সজীব ওয়াজেদ জয় পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার আহবায়ক সাইফুল ইসলাম, সদস্য সজীব, সূচল প্রমূখ।

খালেদা জিয়ার বড়পুকুরিয়া মামলার অভিযোগ গঠন পেছাল

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াসহ ১১ আসামির বিরুদ্ধে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি দুর্নীতি মামলায় অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানির তারিখ পিছিয়ে আগামী ১৭ নভেম্বর ধার্য করেছেন আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) কেরানীগঞ্জ কারাগারে নবনির্মিত ২ নম্বর ভবনে স্থাপিত অস্থায়ী ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-২ এর বিচারক এ এইচ এম রুহুল ইমরান আসামিপক্ষের সময় আবেদন মঞ্জুর করে এ তারিখ ধার্য করেন।

আজ মামলাটি অভিযোগ শুনানির দিন ধার্য ছিল। কিন্তু খালেদা জিয়া শারীরিকভাবে সুস্থ না থাকায় আদালতে হাজির হতে পারেননি। এজন্য তাঁর পক্ষে সময় আবেদন করেন মাসুদ আহম্মেদ তালুকদার। শুনানি শেষে বিচারক সময়ের আবেদন মঞ্জুর করে পরবর্তী অভিযোগ শুনানির এ তারিখ ধার্য করেন।

এ মামলায় আসামি ছিলেন ১৩ জন। জামায়াত নেতা নিজামী ও মুজাহিদের ফাঁসি কার্যকর হওয়ায় বর্তমানে আসামি ১১ জন। সম্প্রতি আরেক আসামি ব্যারিস্টার আমিনুল হক মারা গেছেন।

আসামিরা হলেন খালেদা জিয়া, সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আলতাফ হোসেন

চৌধুরী, সাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশারফ হোসেন, সাবেক কৃষিমন্ত্রী এম কে আনোয়ার, সাবেক তথ্যমন্ত্রী এম শামসুল ইসলাম, সাবেক ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার মো. আমিনুল হক, মো. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, হোসাফ গ্রুপের চেয়ারম্যান মোয়াজ্জেম হোসেন, সাবেক জ্বালানি ও খনিজসম্পদ সচিব নজরুল ইসলাম, পেট্রোবাংলার সাবেক পরিচালক মুঈনুল আহসান, সাবেক জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী এ কে এম মোশারফ হোসেন।

২০০৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়া ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি দুর্নীতি মামলা দায়ের করে দুদক। শাহবাগ থানায় মামলাটি করেন দুর্নীতি দমন কমিশনের তৎকালীন সহকারী পরিচালক মো. সামছুল আলম।

সূত্র- কালের কন্ঠ

গাংনীর তেঁতুলবাড়ীয়ায় সে¦চ্ছাসেবক লীগের আলোচনা সভা

গাংনীর তেঁতুল বাড়ীয়া ইউনিয়নের হিন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আওয়মী সেচ্ছা সেবক লীগের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল বুধবার বিকাল ৪ টার সময় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক মোঃ আরিফুল এনাম (বকুল)।

গাংনী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক আবুল বাশারের সভাপতিত্বে প্রধান আলোচক ছিলেন যুগ্ম আহবায়ক মোঃ আরিফুল ইসলাম সোবাহান।

আলোচনা সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, সে¦চ্ছাসেবক লীগের নেতা ও কর্মীবৃন্দ।

[redacted]

[redacted]

ক্ষমতাসিন দল আওয়ামী লীগের প্রার্থী হওয়ার জন্য একাধিক ব্যক্তি দোড়ঝাপ করছে, সে তুলনায় বিএনপি’র কোন সাড়া নেই, এ ব্যাপারে জানতে চাইলে সাধারণ সম্পাদক খালেক বলেন, আওয়ামী লীগ একটি বৃহৎ সংগঠন এবং সুসংগঠিত দল। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছে দেশ। এই দলের একাধিক প্রার্থী থাকা স্বাভাবিক। তবে এদের মধ্যে থেকে যোগ্য ব্যক্তির হাতেই স্থানীয় নির্বাচনের নৌকা প্রতিক তুলে দেবেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, বর্তমান সরকারের অধিনে নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থীরা নির্বাচনের মাঠে দাঁড়াতে পারবে কিনা সেটা নিয়ে সন্দেহ আছে। বিগত নির্বাচন গুলোতে সচ্ছতা নিয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন উঠেছে। এখন দেখা যাক কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত কি আসে। সে অনুযায়ী স্থানীয় নির্বাচনে আমরা মাঠে থাকবো।

স্থানীয় নির্বাচন প্রসঙ্গে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি আব্দুল হালিম বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রতিটি নির্বাচন সুষ্ঠ হয়েছে। সব দলের অংশগ্রহনে এবারও স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দলীয় মনোনয়নের ক্ষেত্রে এখনো নির্দেশনা আসেনি। দবে যোগ্য প্রার্থীদের জন্যই সুপারিশ করা হবে।

কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা

কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয় ও সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য সাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বুধবার দুপুরে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় কমিটি মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

কুতুবপুর ইউনিয়নকে বেকার মুক্ত করে গড়ে তুলতে চাই – শহিদুল আলম

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশিরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাতকার পর্ব। দ্বিতীয় পর্বে মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়ে ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান শহিদুল আলম। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন নিজস্ব প্রতিনিধি পলাশ আহমেদ। সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আপনি প্রার্থী হিসেবে থাকবেন কিনা?

শহিদুল আলম: বর্তমানে যে পরিবেশ তাতে নির্বাচন করার ইচ্ছা বা মানসিকতা নেই, তবে দলীয় সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে। আমি কুতুবপুর ইউনিয়ন বি এন পির সভাপতি যার কারনে দলের সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দলীয় প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করাটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছি। তবে সুষ্ঠ নির্বাচন হবে বলে যদি কোন প্রতিশ্রুতি পাই তখন ভেবে দেখবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনি কেন নির্বাচনে অংশ নিতে চান না?

শহিদুল আলম: বর্তমানে দেশের যে অবস্থা, সর্ব সাধারণের ভোটাধিকার হনন করা হয়েছে। কাউকে আর ভোট দেওয়া লাগে না। আপনারা দেখেছেন বিগত নির্বাচনে রাতের আঁধারে ভোট হয়েছে। ভোট কেন্দ্রে কাউকে প্রবেশ করতে দেয় নি। ইচ্ছে মত ভোট চুরি করে ক্ষমতাসীনরা নির্বাচিত হয়েছে। কর্মীদের ওপর হামলা-মামলা, তাই এমন একটা বাজে পরিবেশে নির্বাচনে অংশ নিয়ে সাধারণ মানুষের ভুগান্তি ছাড়া আর কিছুই না।

মেহেরপুর প্রতিদিন: চেয়ারম্যান হিসেবে জনগণের প্রতিশ্রুতির কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন বলে মনে করেন।

শহিদুল আলম: আপনারা জানেন, আমি বিএনপি’র দলীয় প্রতীকে নির্বাচন করে চেয়ারম্যান হয়েছি। বর্তমান প্রক্ষাপটে উন্নয়ন করার ইচ্ছা থাকলেও বর্তমান ক্ষমতা শালী দলের বিভিন্ন নেতা বর্গদের চাপে অনেক কিছুই করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া বর্তমান কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সেক্রেটারী ইউনিয়ন পরিষদের সকল কাজের তদারকি করেন যার কারণে আমি আমার ইচ্ছে মত কোন কাজই করতে সক্ষম নই।

নির্বাচনী ইশতেহারে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সে গুলো সব বাস্তবায়ন করতে পারি নি ক্ষমতাসীন শোষক ও শাসক গোষ্ঠীর কারণে। তবে উন্নয়ন করেছি আমার সামর্থ ও সক্ষমতা অনুযায়ী।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনি কোন কাজ গুলো সফল ভাবে করেছেন?

শহিদুল আলম: মাদক নিয়ে আমার ইউনিয়নে ব্যপক কাজ করেছি আগের তুলনায় আর সেই রকম মাদক সেবী বা মাদক ব্যবসায়ী নেই। বাল্য বিবাহ একদমি নেই তবে যদিও হয়ে থাকে তাও আমার এবং প্রসাশনের অগচরে।

ইউনিয়ন ভিত্তিক সকল সেবা ডিজিটাল করা হয়েছে। জনগণকে এখন কোন কাজের জন্য অপেক্ষা করতে হয়না। করোনাকালীন সময়ে আমার ইউনিয়নের নিন্ম বিত্ত মধ্যবিত্ত সকল মানুষের জন্য সরকারি সুবিধা দোর গোড়ায় পৌঁছে দিয়েছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনার উন্নয়নে জনগণ কতটুকু সন্তুষ্ট, যাতে করে জনগণ আপনাকে পুনরায় ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে?

শহিদুল আলম: জনগণ আমাকে ভালোবেসে, আমার প্রতি আস্থা রেখে আমাকে তাদের মুল্যেবান ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে। সেই কথা ভেবে জনগণকে আমার যতটুকু সম্ভব আমি দিয়েছি যা সন্তষ্টকর বলে মনে করি।

তবে আমার এই ৫ বছরে ক্ষমতা থাকা কালীন অনেক ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, যার জন্য আমাকে আরো নিজেকে সাবধানতা অবলম্বন করে কাজ করতে হয়। পিছনের আমার বিরোধী পক্ষ আমার ভুল ধরার জন্য বসেই আছে। এই জন্য আমি আমার মান সম্মানটা ধরে রাখার জন্য সবার সাথে সমন্বয় করে কাজ করি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: পুনরায় নির্বাচিত হলে কি কি করতে চান?

শহিদুল আলম: আমার কুতুবপুর ইউনিয়নকে বেকার মুক্ত, স্বালম্বী ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। বর্তমানে ব্যাপক ভাবে যুব সমাজের অবক্ষয় ঘটছে যাতে করে এ জাতিকে একসময় চরম ক্ষতির স্বীকার হতে হবে বলে মনে করি । কারণ বেকারত্ব দিন দিন বাড়ছে, তাদের কর্মসংস্থানেরর সৃষ্টি করতে হবে।

সরকারি চাকরি না হোক বিভিন্ন ফার্ম দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে বেশি প্রসিক্ষণ ব্যবস্থা থাকলে ভালো হবে। মেয়েদের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

আমাদের ইউনিয়নে বিধবা মহিলাদের জন্য কর্ম সংস্থান সৃষ্টি করা। তারা যে ভাতা পান তাতে তো তাদের কিছুই হয় না এক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিলে তারা সেই কাজ করে জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন করতে পারতো বলে মনে করি।

গাংনীর ইকোপার্কে কৃষক লীগের উদ্দ্যোগে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী

মেহেরপুর জেলার ইতিহাস বিজড়িত স্থান ভাটপাড়া ডিসি ইকো পার্কে ‘মুজিব বর্ষের আহব্বান তিনটি করে গাছ লাগান’ এই স্লোগান কে সামনে রেখে আজ শনিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের উদ্দ্যোগে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়।

বৃক্ষরোপন কর্মসূচীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের সাধারন সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন।

তিনি জানান, মুজিব শতবার্ষিকি উপল্ক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা ব্যাপি মসজিদ মাদ্রাসা, বাগান, রাস্তার পাশে, পার্কে সহ বিভিন্ন স্থানে এ পর্যন্ত ৫০,০০০ হাজার বৃক্ষ রোপন করতে সক্ষম হয়েছি। এবং মুজিব বর্ষতে আমাদের বৃক্ষরোপন কর্মসূচী কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। সেই

সাথে ধন্যবাদ যারা আমার সাথে যারা বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী গুলোকে সাফল্যে করতে সহযোগিতা করে আসছেন।

অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজ কল্যান বিষয়ক সম্পাদক ও কাথুলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, গংনী উপজেলা কৃষক লীগের সাধারন সম্পাদক আতিয়ার রহমান, মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান তৌহিদ মর্শেদ অতুল, গংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম ও সাবেক সাধারন সম্পাদক বিপ্লব হোসেন সহ আওয়ামী লীগ, কৃষকলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ সহ সকল অঙ্গ সংগঠনের নেত্রী বৃন্দ।

এসময় ইউ পি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা তার বক্তব্য বলেন, গাছ লাগান পরিবেশ বাচান গাছ যেমন পরিবেশের ভারষম্য রক্ষা করেন তেমনি আরো বিভিন্ন ধরনের কাজে আসবাব পত্রের কাজে লেগে থাকে সেই লক্ষ্যে মুজিব শত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে তিনটি করে গাছ আমরা সকলে লাগাবো। সেই সাথে আমি কাথুলী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জন্ম শতবার্ষীকি উপলক্ষ্যে ১৮০০ চারা উপহার হিসেবে দিলাম।

এছাড়া আরো বক্তব্য রাখে মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্যানেল সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম, সাবেক সাধারন সম্পাদক বিপ্লব হোসেন সহ আরো অনেকে।

জীবননগর হাসাদাহ ইউনিয়ন বিএনপি’র আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি কে সু-সংগঠিত করার লক্ষ্যে গতকাল বিকাল ৫ ঘটিকার সময় হাসাদাহ ইউনিয়ন বিএনপি’র এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

হাসাদাহ ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খান খোকন।

এ সময় উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন বিএনপি’র অন্যতম নেতা সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি রেজাউল ইসলাম লাল, সিনিয়র নেতা শফিকুল আলম লিটন, আব্দুল্লাহ আল-মামুন, মিজানুর রহমান।

আরো উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক সাইদুর রহমান রানা, মামুনুর রশিদ, মেহেদী হাসান, তরিকুল ইসলাম, শাহিন, ছাত্রদল নেতা রুবেল হোসেন, রিমন হোসেন, মাহমুদ হাসান কবির, আক্তারুজ্জামান সহ অত্র ইউনিয়নের সকল নেতা কর্মীবৃন্দ।

এ সময় উপস্থিত সকলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি কে সুসংগঠিত করার লক্ষে সকলকে এক হয়ে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান।